মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫, দুটি মামলা রুজ্জু

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ জন ও নিয়মিত মাদক মামলায় ২ জনসহ ৫ জন গ্রেফতার হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (১৯ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ৩ জন, নিয়মিত মাদক মামলায় মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১ ও গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

এদিক গাংনী ও মুজিবনর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা এফআইআর করা হয়েছে।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল ও সদর

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এসব আসামী গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের মাছ মাংস ও সব্জীর মান সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। কৃষকরা এই দেশের প্রাণ তাই তাদের সন্তানকে যেনো ভাল স্কুল, কলেজ ভার্সিটিতে পড়াতে পারেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।

সোমবার (১৮ জুলাই) দিবাগত রাত সাড়ে ৯ টার সময় মেহেরপুর

প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় মেহেরপুর - ২ আসনের এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এসব কথা বলেন।

মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় এমপি খোকন আরো বলেন, মেহেরপুর জেলায় আমরা দীর্ঘদিন পরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ একজন প্রতিমন্ত্রী পেয়েছি।

মেহেরপুর জেলা এখন উন্নয়নের পথে এগুচ্ছে। তিনি তার সংসদীয় এলাকার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ব্রীজ কালভার্ট, নদী খনন, রাস্তা ঘাট নির্মানসহ বিভিন্ন উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, শুধু উন্নয়নের চিত্র নয়, আমাদের জেলার সুস্বাদু আমের কদর, কৃষকের গোয়ালের গরুর ও ছাগলের মাংস, পুকুরের মাছ আর সব্জীর স্বাদের কথাগুলো সাংবাদিকদের বেশি বেশি তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের জেলার আয়তন খুব ছোট। এখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বর। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে, জেলার আবাদযোগ্য জমির পরিমান কমে যাচ্ছে। যত্রতত্র পুকুর খনন, ইটভাটা গড়ে ওঠা, অপরিকল্পিত বাড়ি ঘর নির্মান তার মধ্যে অন্যতম কারণ। তাই সাংবাদিকদের বিষয়ে তাদের লেখনি দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি উল্লেখ করে বলেন, মেহেরপুর জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, রেল লাইন নির্মাণ ও স্থলবন্দর স্থাপণের ঘোষণা হয়েছে। এজন্য বিপুল পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে। আমাদের আবাদযোগ্য জমি রেখে কোনো খাস ও পরিত্যক্ত জমি বা কিছু প্রতিষ্ঠানের অপ্রোয়জনীয় জমি কাজে লাগানো যায় কিনা এসব বিষয় নিয়েও সাংবাদিকদের দিক নির্দেশনামুলক প্রতিবেদন প্রত্যাশা করেন তিনি।

এমপি খোকন বলেছেন, বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। এই সরকার কৃষকের উন্নয়নের জন্য সারে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছেন। বাজারে পর্যাপ্ত সার আছে। অথচ, এক শ্রেনীর সার সিন্ডিকেট মুনাফা লুটতে সারের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। অধিক দাম নিয়ে তারা কৃষকদের সার দিচ্ছে। এসব বিষয়গুলো সাংবাদিকদের লেখনির মাধ্যমে সরকারের নখদর্পণে আনার অনুরোধ জানান। এসময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের উন্নয়নে তাদের পাশে থাকারও আশ্বাস দেন এমপি।

বক্তব্য রাখেন, আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু, সাবেক যুবলীগের নেতা আব্দুস সালাম, সাবেক ছাত্রনেতা শেখ

আনিসুজ্জামান লুইচ।

বেন আমিন মুক্তর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা তুহিন আরণ্য, আলামিন হোসেন, ওয়াজেদুল হক, কামারুজ্জামান খান, আবু লায়েচ লাবলু, গোলাম মোস্তফা, মহসিন আলী আঙ্গুর, মহসিন আলী, জুলফিকার আলী কানন, আবু আক্তার করন, রামিজ আহসান, আসিফ ইকবাল, জাহির হোসেন চঞ্চল, মীর মাহলায়েন শিশির প্রমুখ।

মতবিনিময় সভার শুরুতে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের পঞ্চাশ বছর পূর্তির শুভেচ্ছা ক্রেষ্ট ও প্রকাশিত স্বারকগ্রন্থ উপলব্ধি তুলে দেন এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনকে। প্রেসক্লাবের সভাপতি ও অন্যান্য সাংবাদিকবৃন্দ এসব উপহার ও ক্রেষ্ট তুলে দেন।

বর্তমান সরকার মানুষের কল্যাণের জন্য চিন্তা করে

আলমডাঙ্গার হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৫০ বেডের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার সকাল ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন।

নতুন ভবন উদ্বোধন শেষে হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির আলোচনা সভা অংশ নেন এমপি ছেলুন জোয়াদ্দার।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন বলেন, বর্তমান সরকার মানুষের কল্যাণের জন্য চিন্তা করে। সাধারণ মানুষের নাগালে কমিউনিটি ক্লিনিক থাকায় সহজেই চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নতুন ভবনের কারণে

চিকিৎসা সেবার আরো মানউন্নয়নে অগ্রগতি পেলো। উপজেলার সাধারণ মানুষ আর জেলামুখী চিকিৎসা সেবা নিতে দৌঁড়াতে হবে না।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

এসময় বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডাক্তার সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহমেদ ডন, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন, থানা অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম, উপজেলা পঃপঃ কর্মকর্তা হাসানুজ্জামান খান, সমাজসেবা অফিসার নাজমুল হোসেন, হারদী ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুর রহমান ওল্টু, প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন এনজিও প্রতিনিধি বাবুল আক্তার, এ এইচ আই মাহবুল ইসলাম, ডাক্তার নাজনীন সুলতানা, ডাক্তার পার্থ সারথি পাল, শারমিন আক্তার, ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মাসুম, ডাক্তার আলামিন, ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল গালিব, ডাক্তার শরিফুল ইসলাম, ডাক্তার চৌধুরী আসিফ আব্দুল্লাহ, ডাক্তার শারমিন সুলতানা, ডাক্তার মহুয়া বিনতে মোরশেদ, ডাক্তার জেসমিন আক্তার, ডাক্তার রুকাইয়া খাতুন, ডাক্তার লিয়ন, ডাক্তার শাহানা নাজনীন সহ উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ। এ নতুন ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

কয়রায় কপোতাক্ষ নদের ভেঙে যাওয়া বেড়িবাঁধ সেচ্ছাশ্রমে মেরামত

খুলনার কয়রা উপজেলার দক্ষিণ বেদকাশির পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৪/১ পোল্ডারে কপোতাক্ষ নদের ভেঙে যাওয়া ৩শ মিটার বেড়িবাঁধ সোমবার হাজার হাজার মানুষ সেচ্ছাশ্রমে রিং বাঁধ দিয়ে মেরামত সম্পন্ন

করেছে।

গত রোববার ভোরে হঠাৎ করে বেড়িবাঁধ টি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ৩টি গ্রাম প্লাবিত হয়ে মানুষের বসতবাড়ি, মাছের ঘের ও ক্ষেতখামার তলিয়ে যায়। পরদিন এলাকার হাজার হাজার মানুষ সেচ্ছাশ্রমে সকাল থেকে দুপর পর্যন্ত মাটির কাজ করে রিংবাঁধ নির্মান করে লোনা পানি আটকিয়ে দেয়।

এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য এড. সোহরাব আলী সানা, উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ এসএম শফিকুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, পাউবোর সেকশন কর্মকর্তা মশিউল আবেদীন, নাঈম ইসলাম, দক্ষিণ বেদকাশি ইউপি চেয়ারম্যান আছের আলী মোড়ল, গাবুরা ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ মাসুদুল আলম, সাবেক চেয়ারম্যান জিএম কবি শামছুর রহমান, এড. মঞ্জুরুল আলম নান্নু, প্যানেল চেয়ারম্যান আবু ছালাম খান, মেম্বর মোজাফফার শিকারী, তন্ময় সরকার, দিদারুল ইসলাম, আবু বকর, প্রশান্ত কুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পাউবোর সেকশন কর্মকর্তা মশিউল আবেদীন জানান, ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ মেরামতে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় বাঁশ, বস্তা, রশি, পেরেক, বল্লী সহ অন্যন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে। বাঁধটি মেরামতের পর এলাকার মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেখা যায়।

মুজিবনগরে ভৈরব নদীতে পাট জাগ না দেওয়ার নির্দেশনা জারি

মুজিবনগর উপজেলায় নদ নদী ও খাল বিলে পাট জাগ না দেওয়ার জন্য নির্দেশনা জারিসহ কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছে উপজেলা প্রশাসন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বলেন, মুজিবনগর উপজেলার নদ-নদী ও খাল বিল যথাযথভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনেক স্থানে পুন:খনন করা হয়েছে এবং কয়েকটি স্থানে পুনঃখননের কাজ চলমান আছে। ফলে এসব নদ-নদীতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একইসাথে অগনিত মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে।

বর্ষা মৌসুমে পুনঃখননকৃত এ সকল নদ-নদী ও খাল বিলে অনেক সময় পাট জাগ দিতে দেখা যায়, যা নদ-নদী ও খাল বিলের পানি মারাত্মকভাবে দূষিত করে। তাছাড়া উন্মুক্ত জলাশয়ে পাট জাগ দেয়ার ফলে অনেক সময় মাটি ভরাট হয়ে থাকে যার ফলস্বরুপ উন্মুক্ত জলাশয় নাব্যতা হারাচ্ছে। এর ফলে অগনিত মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস হয়ে ওঠা এই সব নদ-নদী মাছ আহরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

মুজিবনগর উপজেলায় পুনঃখননকৃত নদ-নদী ও খাল যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য পাট জাগ দেওয়ার বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে ‘রিবন রেটিং’ পদ্ধতি অনুসরণ অথবা নিজ নিজ জমিতে পানি সংরক্ষণ করে জাগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার ।

এরই ধারাবাহিকতায় মুজিবনগর উপজেলার বর্ষা মৌসুমে নদ-নদী ও খাল বিলে পাট জাগ না দেবার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় মাইকিং করা হয়েছে/হচ্ছে এবং বিভিন্ন ফোরামে কৃষকদের এবিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

সোমবার দারিয়াপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে বিকেলে পাট চাষীদের সাথে এ বিষয়ে সচেতনতামূলক বৈঠক করা হয় এবং পাট জাগ দেবার বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট জাগ দেবার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আনিসুজ্জামান খান, মুজিবনগর থানার একটি চৌকস দল, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম রবি, সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য গ্রামপুলিশবৃন্দ ও স্থানীয় কৃষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বলেন, বিকল্প পদ্ধতিতে পাট জাগ দেওয়ার বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাগণ ও উপজেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ কৃষকদের সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

তিনি আরো বলেন, এই আদেশ অমান্য করে নদিতে পাট জাগ দিয়ে কেউ নদী দূষণ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদা শাখা রূপালী ব্যাংক লিমিটেড পরিদর্শন করলেন খুলনা বিভাগীয় জিএম

দামুড়হুদা শাখা রূপালী ব্যাংক পরিদর্শন করেছেন রূপালী ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক (জিএম) হেমন্ত কুমার দাস। সোমবার (১৮ জুলাই) বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দামুড়হুদা শাখা রূপালী ব্যাংক পরিদর্শন করেন।

এসময় বিভাগীয় (জিএম) হেমন্ত কুমার দাস ব্যাংকে পৌছালে দামুড়হুদা রূপালী ব্যাংক শাখার ম্যানেজার আব্দুল খালেক ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নেন।

দামুড়হুদা রূপালী ব্যাংক শাখার ম্যানেজার আব্দুল খালেক এর সভাপতিত্বে হেমন্ত কুমার দাস শাখা ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য নির্বাহীদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। এসময় শাখা সমূহের ব্যবসায়িক সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, রূপালী ব্যাংক বাংলাদেশের একটি অন্যতম ও রাষ্ট্রয়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক আমি মনে করি এবং বিশ্বাস করি রূপালী ব্যাংক এগিয়ে চলছে অফুরন্ত শক্তি আর দুর্বার গতি নিয়ে

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকের খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিক রুবেল হত্যার প্রতিবাদ ও জড়িত খুনিদের গ্রেপ্তার দাবিতে কুষ্টিয়া জেলার সর্বস্তরের সাংবাদিকবৃন্দের ব্যানারে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে সাংবাদিকরা।

সোমবার (১৮ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল চত্বরে এডিটরস ফোরামের সভাপতি মজিবুল শেখের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে জেলা ও উপজেলার সাংবাদিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় সাংবাদিক নেতারা রুবেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানোসহ হত্যাকাণ্ডে জড়িত খুনিদের গ্রেপ্তার দাবি জানান কুষ্টিয়ার সর্বস্তরের সাংবাদিকবৃন্দের নেতৃবৃন্দ। নৃসংশ এই হত্যাকাণ্ডের দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনও পুলিশ ও মামলার সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এঘটনায় নূন্যতম সন্তোষজনক তথ্য উপস্থাপনে ব্যর্থ হওয়ায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

আন্দোলনের সমন্বয়ক কুষ্টিয়া এডিটরস ফোরামের সভাপতি মজিবুল শেখ অবিলম্বে সাংবাদিক রুবেল হত্যার রহস্য উন্মোচনসহ জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি করেন। অন্যথায় এবার কাফন মিছিলসহ আবারও লাগাতার কঠোর কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে বলেও হুশিয়ারি দেন। এ সময় তিনি ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে কাফনের কাপড় পরিহিত মিছিলসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ঘেরাও কর্মসূচী পালন করা হবে বলেও ঘোষণা দেন।

এদিকে সাংবাদিক রুবেল হত্যা মামলায় সন্দেহজনক দুই জনকে গ্রেপ্তারের দাবি করে শনিবার(১৬ জুলাই) সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের দাপ্তরিক ই-মেইল থেকে প্রেরিত র্যাব-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পনি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি সূত্রে র্যাবের দাবি করেন।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- কুষ্টিয়া পৌর এলাকার থানাপাড়ার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে মো. কাজী সোহান শরিফ (৪৪) ও কুষ্টিয়া পৌর এলাকার চর কুঠিপাড়ার মৃত খন্দকার হারুন অর রশিদের ছেলে খন্দকার আশিকুর রহমান জুয়েল (৪০)।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন র্যাব -১২ সিপিসি-১ এর কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মো. ইলিয়াস খান। পরে গ্রেপ্তার আসামিদেরকে মামলাটির তদন্তকারী সংস্থা পাবনা ঈশ্বরদী লক্ষীকুণ্ডা নৌ-পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

স্নাতক পাসে চাকরি দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং অফিসার’ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম

অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং অফিসার (এ.এম.ও)।

যোগ্যতা

স্বীকৃত যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমান পাস প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এফএমসিজি সেলসে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। চটপটে, উপস্থাপনায় দক্ষ হতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই মোটরসাইকেল চালনায় পারদর্শী হতে হবে। ন্যূনতম বয়স ২৪ বছর।

কর্মস্থল

সারা দেশ (প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত)।

বেতন

২২,০০০-২৬,০০০/-টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা নিজ নিজ জীবনবৃত্তান্ত, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সহ নিম্নে প্রদত্ত তারিখ ও ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

১৯ জুলাই, ২০২২ (সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা)

ঠিকানাঃ আবুল খায়ের গ্রুপ,

নাভানা এফ এস কসমো, বাড়ি# ৪/বি (২য় তলা), রোড# ৯৪, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২।

২০ জুলাই, ২০২২ (সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা)

ঠিকানাঃ আবুল খায়ের টোব্যাকো কোং লিঃ,

হামিদা মঞ্জিল (২য় তলা), সি এন্ড বি রোড (থানা কাউন্সিলের বিপরীতে), বরিশাল।

২৩ জুলাই, ২০২২ (সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা)

ঠিকানাঃ আবুল খায়ের গ্রুপ,

নাভানা এফ এস কসমো, বাড়ি# ৪/বি (২য় তলা), রোড# ৯৪, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২।

২৪ জুলাই, ২০২২ (সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা)

ঠিকানাঃ আবুল খায়ের গ্রুপ,

হোল্ডিং নং ৩৩/১, ওয়ার্ড নং ২০, শেখ পাড়া, বাগানবাড়ি রোড, খুলনা।

২৪ জুলাই, ২০২২ (সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা)

ঠিকানা : আবুল খায়ের গ্রুপ,

হাউজ নং ২৫/২, করিম বক্স লেন, নতুন কমলাপুর, কুষ্টিয়া।

২৫ জুলাই, ২০২২ (সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা)

ঠিকানা : বাঁচতে শেখা, বিমান বন্দর রোড, আরবপুর, যশোর।

২৮ জুলাই, ২০২২ (সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা)

ঠিকানাঃ আবুল খায়ের টোব্যাকো কোং লিঃ,

মাটির ঢালি বিমান মোড়, ২য় বাইপাস, সাইক পলিটেকনিক এর পূর্ব পার্শ্বে, শাখারিয়া, বগুড়া।

২৮ জুলাই, ২০২২ (সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা)

ঠিকানাঃ আবুল খায়ের টোব্যাকো কোং লিঃ,

বাড়ি নং ০১, রোড নং ০১, মুলাটোল পাকার মাথা, রংপুর।

৩০ জুলাই, ২০২২ (সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা)

ঠিকানাঃ আবুল খায়ের টোব্যাকো কোং লিঃ,

বড় বনগ্রাম, খানকা শরিফ গেট (জিয়া পার্ক সংলগ্ন), শাহমখদুম, রাজশাহী।

৩০ জুলাই, ২০২২ (সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা)

ঠিকানাঃ আবুল খায়ের গ্রুপ,

নাভানা এফ এস কসমো, বাড়ি# ৪/বি (২য় তলা), রোড# ৯৪, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২।

৬ আগষ্ট, ২০২২ (সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা)

ঠিকানাঃ আবুল খায়ের গ্রুপ,

নাভানা এফ এস কসমো, বাড়ি# ৪/বি (২য় তলা), রোড# ৯৪, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২।

১৩ আগষ্ট, ২০২২ (সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা)

ঠিকানাঃ আবুল খায়ের গ্রুপ,

নাভানা এফ এস কসমো, বাড়ি# ৪/বি (২য় তলা), রোড# ৯৪, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২।

মৌখিক পরীক্ষার শেষ তারিখ

১৩ আগস্ট, ২০২২।

সূত্র : বিডিজবস

থাইরয়েড হরমোনে মুখের যেসব সমস্যা হয়ে থাকে

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যে হরমোন উৎপাদন হয় তাতে শরীরে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনগুলোর একটি থাইরক্সিন স্বাভাবিক গঠন ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

হাইপারথাইরয়ডিজমে ঘুমের সমস্যা, দ্রুত হৃদস্পন্দন হয়ে থাকে। যার কারণে রোগীর মনে দুশ্চিন্তা, বিরক্তিভাব ও অস্থিরতা বিরাজ করে থাকে।

এর ফলে মুখের অভ্যন্তরে ঘা বা ক্ষত দেখা দিতে পারে। থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে অর্থাৎ হাইপারথাইরয়ডিজমে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং পালপিটেসন হতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মো. ফারুক হোসেন।

হরমোনে দীর্ঘমেয়াদে বার্নিং মাউথ সিনড্রোম বা মুখে জ্বালাপোড়া হতে পারে। কখনও কখনও হাইপারথাইরয়ডিজমে জগ্রেনস সিনড্রোম দেখা দিয়ে থাকে, যার কারণে শুষ্ক মুখের সৃষ্টি হয়। শুষ্ক মুখের প্রভাবে দন্তক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যেহেতু লালার প্রবাহ স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকে।

হাইপারথাইরয়ডিজমে পেরিওডন্টাল রোগ, ম্যাক্সিলারি বা ম্যান্ডিবুলার অস্টিওপরোসিস এবং দাঁত তাড়াতাড়ি উঠে। এক্সরে করার সময় থাইরয়েড গ্রন্থিকে রক্ষা করার জন্য থাইরয়েড কলার ব্যবহার করা উচিত। থাইরয়েড গ্রন্থি রেডিয়েশনের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল।

অতিরিক্ত এক্সরে বা রেডিয়েশন থাইরয়েড গ্রন্থির জন্য একটি রিস্ক ফ্যাক্টর। হাইপারথাইরয়ডিজমের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঘাম হতে পারে এবং গরম সহ্য করতে সমস্যা হয়। কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়ডিজম ক্রেটিনিজম নামে পরিচিত।

এ কারণে ঠোঁট পুরু, ম্যাক্রোগ্লসিয়া বা জিহ্বা বড় হওয়া,

ম্যালঅকলুশন অর্থাৎ ওপরের এবং নিচের চোয়ালের কামড় দিলে স্বাভাবিক রিলেশন ব্যাহত হওয়া এবং দেরিতে দাঁত উঠে থাকে। পেরিওডন্টাল অবস্থা ভালো থাকে না।

কোনো ক্ষতস্থান ভালো হতে দেরি হয়। লম্বা সময় ধরে হাইপোথাইরয়ডিজমের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ক্রেনিওফেসিলয়াল গ্রোথ এবং ডেন্টাল ডেভেলপমেন্টের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ডেন্টাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ম্যান্ডিবুলার বা নিচের চোয়ালের দ্বিতীয় মোলার বা সাত নম্বর দাঁতের ইমপ্যাকশন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।

হাইপোথাইরয়ডিজমের রোগীদের ক্ষত বা ঘা দেরিতে শুকায়, কারণ মেটাবলিজমের কার্যকারিতা কমে যায়। দেরিতে ঘা বা ক্ষত সারার জন্য সংক্রমণের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। তাই দাঁত তোলা বা সার্জারির সময় সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু করতে হবে। হাইপোথাইরয়ডিজমের কারণে হার্ট বিট ধীরে ধীরে হতে পারে।

এছাড়া রোগীর কনস্টিপেসন দেখা দিতে পারে। কনস্টিপেসন হলে মুখে আলসার হতে পারে। হাইপোথাইরয়ডিজমের ক্ষেত্রে রোগী প্রায়ই ঠাণ্ডা অনুভব করার কথা বলে থাকেন।

রোগীর ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে। হাইপোথাইরয়ডিজম এবং হাইপারথাইরয়ডিজম উভয় ক্ষেত্রেই রোগীর চুল পড়ে যেতে পারে। হাইপোথাইরয়ডিজমের কারণে বিষণ্ণতা, ক্লান্তিভাব এবং অলসতার অনুভূতির মতো লক্ষণসমূহ সৃষ্টি হতে পারে। বিষণ্ণতার কারণে মুখের আলসারসহ নানাবিধ রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

মুখের জ্বালাপোড়ার ক্ষেত্রে কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া না গেলে তখন অবশ্যই একজন রোগীর সার্বিক শারীরিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে।

থাইরয়েড গ্রন্থির কোনো কিছু সন্দেহজনক হলে অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা জানার জন্য। অতএব মুখের যে কোনো রোগের চিকিৎসায় রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

জমি কিনে বে-কায়দায় কোটচাঁদপুরের লক্ষিকুন্ড-বালিয়াডাঙ্গা ইক্ষু ক্রয় সমিতির সদস্যরা

জমি কিনে বে-কায়দায় পড়েছেন লক্ষিকুন্ড-বালিয়াডাঙ্গা ইক্ষু ক্রয় সমিতির সদস্যরা। মালিক বিক্রিত জমি রেজিষ্ট্রি না করে দিয়ে দখল করার নীল নকশা করছেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। এ অবস্থা চলছে কোটচাঁদপুর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে।

সমিতির সাবেক সভাপতি আব্দুল মুকিত খান বলেন,১৯৯১ সালের দিকে সাবদারপুর এলাকায় আখের চাষ হত বেশ । এ কারনে প্রয়োজন হয়ে পড়ে,একটা ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রের। ডাকা হয় লক্ষিকুন্ড, বালিয়াডাঙ্গা সহ ৮ গ্রামের মানুষকে। সিদ্ধান্ত হয় ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র করার। এরপর চলে জমির খোঁজ।

সে সময় জমির মালিক মঈন উদ্দিন মন্ডল জমি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দাবি করেন জমি বাবদ ৪৫ হাজার টাকা। এরপর সবার কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে দেয়া হয় ওই জমির মালিককে। জমিটি ছিল বালিয়াডাঙ্গা মৌজার। যার খতিয়ান নাম্বার ২০৯, আর দাগ নাম্বার ৫১। জমির পরিমাণ ছিল ৬৩ শতক।

ঐই জমিতেই প্রতিষ্ঠা করা হয় লক্ষিকুন্ড- বালিয়াডাঙ্গা ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রটি। এরপর ওই জমি রেজিষ্ট্রি করার জন্য বললে,জমির মালিক বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কাল ক্ষেপন করতে থাকে। কিছু দিন পর তিনি মারা যান। এরপর ওই জমির ওয়ারিশগণরা জমি রেজিষ্ট্রি না করে দিয়ে দখল নিতে নীল নকসা করতে থাকেন। এ অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে আমরা আদালতের শরাপন্ন হই। যা এখনও আদালতে চলমান রয়েছে। এরপরও তারা জমি দখল নিতে বিভিন্ন টাল-বাহানা অব্যহত রেখেছেন।

এ ব্যাপারে জমির মালিকের ছেলে চুটিয়ার রহমান জানান, ওই জমি আমার পিতা তাদের কাছে বিক্রি করেনি। তিনি মিলের সঙ্গে ভাড়ার চুক্তি

করেছিলেন। সে চুক্তি নামা আমাদের কাছে আছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি মাসে ২৫ শ টাকাও আমরা নিয়ে থাকি। তবে জমি নিয়ে মামলা হওয়ার পর, মিল পক্ষ ভাড়া দিচ্ছে না। আর আমরাও জোরাজুরি করছিনা।

তিনি আরো বলেন, ওই জমির নিয়ে যে,মামলা আদালতে চলছিল, তাঁর রায়ও আমরা একবার পেয়েছি। এরপরও আমরা দখলে যেতে পারছিনা।কারন তারা ক্ষমতা দেখিয়ে দখল করে রেখেছেন।

বিষয়টি নিয়ে সাবদারপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান জানান, ঘটনাটি আমি জানি। তবে তারা এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কেউ আমার কাছে আসেনি। আসলে বসে মিমাংসা করা যায় কিনা দেখা যেতে পারে।